কন্যাশিশু বার্তা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩

বিশেষ সংখ্যা

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

এ সংখ্যায় যা থাকছে.....

সম্পাদকীয়

নারী দিবস কি শুধুই নারী এবং একটি বিশেষ শ্রেণির জন্য?: জোবাইদা নাসরীন

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

সম্মাননা স্মারক পেলেন দুই কৃতি নারী
- তাসমিমা হোসেন
- সাবরিনা সুলতানা

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

ফোরাম-এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সৈয়দা আহসানা জামান এ্যানী

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্‌স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১৪ ৬২৭১
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: girlchildforum.org
ফেসবুক: facebook.com/NGCAF

সম্পাদকীয়

‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর অধিকার আদায়ের সূচনার দিবস। ১৮৫৭ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকেরা সম-বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিল। সেদিন মালিক শ্রেণি অমানবিক নির্যাতন চালিয়েও তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সেই দুঃসাহসী প্রতিবাদই আজ হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। পরবর্তীতে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর (২০২৩) আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করা হয় নানা কর্মসূচি। ‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’-এর উদ্যোগে রাজধানী-সহ সারাদেশে র‍্যালি, আলোচনা সভা, মানববন্ধন এবং সম্মাননা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেন, ‘২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করে জেন্ডার সমতাভিত্তিক দেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, ‘বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি ভিত্তি– স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।... নারী পাচার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর প্রতি যে কোনো ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে কঠোর আইন ও নীতি।’

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ মনে করে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার স্বীকৃত আছে। কর্মক্ষেত্রেও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আইএলও (ILO) কনভেনশন স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে গেলেও সর্বক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ সম-অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর ‘বৈশ্বিক লৈঙ্গিক ব্যবধান সূচক-২০২১’ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় ১৫৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধির সংখ্যা এখনও কম এবং স্থানীয় সরকারব্যবস্থা অনেকটাই পুরুষ জনপ্রতিনিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এছাড়াও জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়নের অনুকূলে নয়।

সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের কারণে প্রাথমিকে ভর্তির হারের দিক থেকে কন্যাশিশুরা এগিয়ে থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যার একটি বড় কারণ বাল্যবিবাহ। নারীর গৃহস্থালি কাজকে জাতীয় অর্থনীতিতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাছাড়া আমাদের নারীরা ব্যাপকভাবে মজুরি বৈষম্যের শিকার।

আমরা মনে করি, এসডিজি অর্জন তথা ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্র তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সম্পদে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং নারী নির্যাতন বন্ধ ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার।

নারী দিবস কি শুধুই নারী এবং একটি বিশেষ শ্রেণির জন্য?

জোবাইদা নাসরীন

প্রতিবছরের মতো এবারও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবসটি নিয়ে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়। কোনও কোনও পত্রিকায় এই দিবসটি নিয়ে নানা ধরনের গোলটেবিল বৈঠক, ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এদিন পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের ফুল দিয়ে, উপহার দিয়ে অনেকেই শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান এই ৮ মার্চে নারীদের প্রতীকী আফিসের দায়িত্ব দেয়, মিডিয়া হাউজগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ে 'সফল নারী' কিংবা 'চ্যালেঞ্জিং কাজে' নারীদের খোঁজ করতে। নারীরাই বলেন এই দিবস নিয়ে কথা, নারীদের কথা।

একবার আমার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, নারী দিবস কী? বেশ কয়েকজন আগ্রহ জানালো বলার জন্য। আমি দেখলাম মাত্র দুই শিক্ষার্থী বলতে পেরেছে এই দিবসটির ইতিহাস। বাকিদের কেউ কেউ বলেছেন, এই দিনে নারীরা বেগুনি শাড়ি পরে, আবার দুই একজন বলছেন নারীদের ক্ষমতায়নের দিবস।

তবে এই দিবস এলেই কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন কেন একদিন শুধু নারীর জন্য থাকবে? প্রতিটি দিনই তো নারীর। আবার অনেক ছেলেদেরই 'মজাচ্ছলে' বলতে শুনি, একদিন মাত্র নারীদের আর বাকি দিনগুলো পুরুষের।

সব বিষয়কে সামনে রেখে আসলে কয়েকটি প্রশ্ন হাজির করতে চাই। কেন নারী দিবস সম্পর্ক মানুষজনের এই ধরনের ধারণা? কী কী বিষয় এই ধরনের ধারণার সঙ্গে যুক্ত থাকছে? এবং কীভাবে একটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দিনটি এভাবে হাজির হচ্ছে?

এই দিনটি বেনিয়াদের দখলে যাওয়ার পর থেকে হয়তো অনেকের মনেই স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে যে এই দিনে মেয়েরা বেগুনি শাড়ি পরবে এবং এটি না হলে মনে হয় নারী দিবস পালন করা যাবে না। তার পরের প্রসঙ্গে আসি। এটি কি আসলে নারীর জন্যই বিশেষ দিন। আটই মার্চের ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। এটি আসলে নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গের জন্য একটি স্মরণীয় প্রতিবাদী দিন। এই দিনটিকে মানুষকে স্মরণে রাখতে হবে, কারণ এই দিনটিতে এটি অন্যায় এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন নারীরা। ১৮৫৭ সালে কর্মক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্টকরণ এবং কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই নারী শ্রমিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মূলত এই নারী দিবস। ১৯০৯ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

কিন্তু পাঠক লক্ষ করুন, যাদের শ্রম এবং প্রতিবাদের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য এই দিবস তারা এই দিবসের কোথাও নেই। সেই ইতিহাসের নির্মাতা শ্রমজীবী নারীদের আমরা কোথাও দেখি না। না পাই তাদের গণমাধ্যমে, না পাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আলাপচারিতায়। শ্রমজীবী মানুষদের অনুপস্থিতিতে এই দিবসের মূল জায়গা থেকে আমরা অনেকখানি সরে পড়েছি।

প্রতিবছরই আন্তর্জাতিকভাবে এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে একটি থিম ঠিক করা হয়। এবারের থিম হলো 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন: জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'। প্রযুক্তি কিন্তু উচ্চবিত্তের কাছেই আছে তা কিন্তু নয়, প্রযুক্তি নিম্নবিত্ত নারীর কাছেও আছে। আবার প্রযুক্তির সহজলভ্যতার প্রশ্নে শ্রেণি বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি বিশেষ শ্রেণিকে বাদ দিয়ে শুধু উচ্চবিত্ত নারীদের নিয়ে নারী দিবসের থিমকে আলোকিত করা কোনোভাবেই নারীর দিবসের মূল ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এখানে আরেকটি বিষয়ও বলা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০১৯ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮ শতাংশ এবং তার বেশিরভাগই হলো পোশাকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। প্রশ্ন করুন নিজেকেই, বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত নারী দিবসে কেন শ্রমিক নারীদের যুক্ততা থাকে না, কিংবা তাদের যুক্ত করা হয় না? এই দিবসটিকে কেন্দ্র করে এনজিওগুলো প্রচুর অর্থ খরচ করেন, কিন্তু শ্রমিক নারীরা কোথাও নেই। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিক নারীই এই দিবসটি নিয়ে জানে না। এভাবে শ্রমিক নারীরা এই দিনটির ইতিহাস নির্মাতা হলেও নারী দিবসটি তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে।

অন্যান্যবারের মতো এবারও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কোম্পানির প্রচার করা নানা ধরনের স্লোগান এবং বার্তা নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। বিশেষ করে বিভিন্ন কোম্পানির 'আমি নারী, আমি সব পারি' কিংবা 'ঘর সামলাই, ব্যবসায়ও সামলাই'– এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক তর্কবিতর্ক হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন নারীকেই কেন সব পারতে হবে? কিন্তু সেসব আলোচনার কোথাও নেই এই দিবসটির নির্মাতা শ্রমজীবী নারীরা।

আর এটিও স্পষ্ট করে জানাতে চাই, ৮ মার্চ নারী দিবস হলেও এটি শুধু নারীর জন্য নয়। এই ইতিহাসকে নারী পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গের সব মানুষের। এই দিবসটি সব শ্রেণির। কারণ, আমাদের কাছে এই দিবসটি নিপীড়ন, বৈষম্য, শ্রমঘণ্টা, শ্রম চুক্তিসহ সব বিষয়ে দুনিয়াজুড়ে জারি থাকা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্মারক। তাই বেনিয়াদের হাতে তুলে না দিয়ে, করপোরেট মিডিয়ার শ্রেণিভিত্তিক নারীর উপস্থাপনকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং দিনটি যে সবার, সেই বিষয় নিয়েই কথা বলি। এই দিনটি শুধু একটি দিন নয় বরং এই দিনটিই যেন প্রতিদিন হয় এবং নিপীড়ন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার অনুপ্রেরণা, সেই বিষয়ে আমরা যেন মনোযোগী হই।

লেখক: শিক্ষক, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
(নিবন্ধটি ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত হয়েছে)

সম্মাননা স্মারক পেলেন দুই কৃতী নারী

তাসমিমা হোসেন: বাংলাদেশের প্রথিতযশা সম্পাদক, প্রকাশক ও সংগঠক

তাসমিমা হোসেন বাংলাদেশের এক প্রথিতযশা সম্পাদক, প্রকাশক ও সংগঠক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাসমিমা হোসেন ১৯৫১ সালে পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান এবং ২০১১ সালে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

রাজনৈতিক জীবনে ১৯৯৬ সালে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া-কাউখালী তথা পিরোজপুর-২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাসমিমা হোসেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি নারী বিষয়ক 'অনন্যা' নামে একটি পাক্ষিক সাময়িকী সম্পাদনা ও প্রকাশ করছেন। অনন্যার উদ্যোগে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর একজন নারী সাহিত্যিক অথবা সাহিত্য-গবেষককে 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার' দেওয়া হয়।

তাসমিমা হোসেন ২০১৪ সালে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞার প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে এবং ২০১৮ সালের জুলাইয়ে তিনি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ তাঁকে অন্যদের থেকে অনন্য করে তোলে। কারু বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকসমূহের মধ্যে তিনিই প্রথম নারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সুযোগ পান।

নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করা, নারীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি বঞ্চনা দূরীকরণ এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাসমিমা হোসেন গড়ে তুলেছেন 'অনন্যা ফাউন্ডেশন'।

ব্যক্তিগত জীবনে তাসমিমা হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় বরেণ্য রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টি-জেপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পত্তির চার সন্তান রয়েছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাসমিমা হোসেন আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন। তিনি 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স' নামের বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসসের সদস্য, এডিটরস কাউন্সিলের সদস্য, নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-নোয়াবের সদস্য এবং প্রেস কাউন্সিল অব বাংলাদেশ-এর সদস্য হিসেবেও যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রজ্ঞা, মেধা, পরিশ্রম ও দক্ষতার সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ পেশাগত দায়িত্ব পালন, নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা তাসমিমা হোসেনকে সম্মাননা স্মারক দিতে পেতে গর্ববোধ করছি। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

সাবরিনা সুলতানা: লেখক, সংগঠক ও প্রতিবন্ধী মানুষের আশার আলো

তিনি একজন মাস্কুলা ডিস্ট্রফি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কিন্তু নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রতিবন্ধকতা যে কোনো বাধা বা শক্তিশালী দেয়াল হতে পারে না তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তিনি। তিনি আমাদের সাবরিনা, চট্টগ্রামের সাবরিনা সুলতানা আপা। তিনি একজন লেখক, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, সংগঠক এবং প্রতিবন্ধী মানুষের আশার আলো।

যে মানুষটার প্রায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গই নিশ্চল, যে মানুষটার বলার মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, সেই মানুষটা শুধু দুই আঙ্গুল দিয়ে ইন্টারনেটে ব্লগ লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকে। আমাদের সামনে স্টিফেন হকিং নেই, কিন্তু অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন সাবরিনা সুলতানা, যিনি বিভিন্ন ব্লগ ও জাতীয় পত্রিকা যেমন, প্রথম আলো, বিডিনিউজ২৪.কম ও ইত্তেফাকে নিয়মিত লেখালেখি করা এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ে নিরলসভাবে কাজ করছেন এবং বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য উপযোগী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করছেন। ব্লগিং করেই ২০১১ সালে জার্মান রেডিও ডয়েচভেলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ব্লগ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন তিনি।

১৯৮৯ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে সাবরিনার শরীরে ধরা পড়ে মাসকুলার ডিস্ট্রফি রোগটি। এই রোগে শরীরের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধীরে ধীরে বিকল হয়ে পড়ে। মেয়েকে সুস্থ করার জন্য বাবা-মা দেশ-বিদেশের নানান স্থানে চষে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হয়নি। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম শ্রেণিতে এসে বন্ধ হয়ে যায় সাবরিনার লেখাপড়া। চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি।

কিন্তু না, চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নারাজ সাবরিনা। ঘরে বসেই নিজের বিকাশ সাধন ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কিছু করার ভাবনাটা মনের মধ্যে বেশ ভালো করেই গেঁথে নেন। এই ভাবনা থেকেই চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন সাবরিনা। লেখালেখির সূত্র ধরেই সাংবাদিক রিয়াজ হায়দারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তারপর প্রণয়, বিয়ে।

বিয়ের পর সাবরিনার জগতটা একটু বড় হয়। হাতে পান ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট। যোগ দেন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার নিয়ে সাধারণমানুষকে সচেতন করতে ফেসবুকেই প্রচারণা শুরু করেন। কিন্তু একা কতটুকু এগোনো যায়? ২০০৯ সালের ১৭ জুলাই পরিচিতজনদের সঙ্গে আলাপ করে ফেসবুকে শুরু করলেন স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ 'বাংলাদেশি সিস্টেম চেঞ্জ অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্ক (বি-স্ক্যান), যেটির বর্তমান নাম 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস বি-স্ক্যান। এর পাশাপাশি তিনি আমার ব্লগ ও প্রথম আলো ব্লগে লেখালেখি শুরু করেন। 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের খোলা চিঠি' শিরোনামে একটি লেখা দিয়ে শুরু হলো তাঁর ব্লগ লেখা। এই চিঠির ব্যাপারে বেশ সাড়াও পান। এরপর থেকে নিজের শরীরের সঙ্গে লড়াই করেই প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ের স্বপ্ন নিয়ে চলছে তার ব্লগিং।

সাবরিনা সুলতানা বর্তমানে তার গড়ে তোলা বি-স্ক্যান গ্রুপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতা, সহায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি, উপকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহায়তা, সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণামূলক কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়াও প্রতিবন্ধী মানুষের কণ্ঠস্বর 'অপরাজেয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিবন্ধী মানুষের লেখালেখির দক্ষতা বৃদ্ধি ও চর্চা করার ব্যাপারে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছেন।

সাবরিনা সুলতানা 'প্রতিবন্ধী নাগরিক সংগঠনের পরিষদ-পিএনএসপি' নামক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠনের মোর্চার উপ-পরিচালক হিসেবে যুক্ত হয়ে সংগঠনসমূহ ও তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার অর্জনের আন্দোলনে অবদান রাখেন। এছাড়াও তিনি 'কৃষ্টি' স্বাধীন জীবন-যাপন কেন্দ্র নামক সংগঠন তৈরি করে চট্টগ্রামে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। সেখানে তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি শেখানো ও বই প্রকাশ এবং গবেষণা, ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শ্রুতিলেখক, কেয়ারগিভার/ব্যক্তিগত সহায়তাকারী, স্বাধীন জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ তৈরি করাসহ নানাবিধ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে কাজ করা সাবরিনা সুলতানা আপার হাতে সম্মাননা স্মারক দিয়ে আমরা তাকে সম্মানিত করতে চাই। আমরা মনে করি, তাঁকে দেওয়া আমাদের এই সম্মাননা অনেক আশাহীন প্রতিবন্ধী মানুষকে জীবনে এগিয়ে যেতে আশাবাদী ও অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

বেলুন উত্তোলন, আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানী ঢাকায় উদ্‌যাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩। এ উপলক্ষে ১৪ মার্চ, ২০২৩ সকাল ১০:০০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন-এর সেমিনার রুমে (রমনা, ঢাকা) এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে বেলুন উড়িয়ে দিবসের কার্যক্রমের সূচনা করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি। এছাড়া অপরাজেয় বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ও ফোরামের সহ- সভাপতি ওয়াহিদা বানু, বাংলাদেশের উইমেন হেলথ কোয়ালিশনের নির্বাহী পরিচালক ও ফোরামের কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য শরীফ মোস্তফা হেলালসহ জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভার এক পর্যায়ে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের পক্ষ থেকে দু'জন কৃতী নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন: দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যা ম্যাগজিন-এর সম্পাদক তাসমিমা হোসেন এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ের লড়াকু সৈনিক সাবরিনা সুলতানা।

আলোচনা সভায় ফোরাম সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমরা যদি সমতা ও মর্যাদার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, তাহলে নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অতীতের তুলনায় বর্তমানে আমাদের নারীরা অনেক অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে আরও অনেক দূর যেতে হবে। আমি মনে করি, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমাদের নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নারীদের সংসদ ও স্থানীয় সরকারে স্থান দেওয়া হয়, সে পদ্ধতিটি সঠিক নয়। এর ফলে নারীদের রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে না। এ পদ্ধতি বদলানো দরকার, তাহলেই সত্যিকার অর্থে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হবে।' নারীরা যদি রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে নারীদের পরিপূর্ণ অগ্রগতি হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নাছিমা আক্তার জলি বলেন, 'আমাদের নারীরা প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীর প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সাইবার বুলিং। ডিজিটাল যুগে সবকিছু যেমন ডিজিটাল হচ্ছে, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতনও ডিজিটাল রূপ ধারণ করেছে। সাইবার জগতে নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। আমি মনে করি, নারীরা অনেক কিছুই করতে পারে। প্রয়োজন তাদের জন্য যথাযথ সুযোগ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা।' একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তাসমিমা হোসেন বলেন, 'আমাদের নারীদের অধিকার আমাদেরই আদায় করে নিতে হবে। তবে এ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পুরুষের সাথে নিতে হবে।' অনন্যা সম্মাননা পুরস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পাক্ষিক অনন্যার পক্ষ থেকে আমরা যখন প্রথমবারের মতো দশজন নারীকে সম্মাননা দেওয়া শুরু করি, তখন অনেকে বলেছেন যে প্রতিবছর সম্মাননা দেওয়ার জন্য এতোজন নারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নারীরা এখন সম্মাননা দেওয়ার মতো অনেক চমৎকার কাজ করছে যে পুরস্কার দিতে গিয়ে আমাদের অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। অর্থাৎ আমাদের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসেবে কাজ করছে।'

সাবরিনা সুলতানা বলেন, 'সমাজে নারীরা বঞ্চনা, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীরা আরও বেশি বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার। ধরে নেওয়া হয়, তাদের কোনো শখ থাকতে পারবে না, তারা নিজের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারবে না। এমনকি বিয়ে কিংবা সন্তান জন্ম দেওয়ার অধিকারটুকুও যেন প্রতিবন্ধীদের নেই। তাই সবাইকে প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্যায়ে তৃণমূলের ৩৬ জন নারীনেত্রীর সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত 'নারীর কথা-১৮' নামক একটি প্রকাশনা ও আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সবশেষে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবস পালনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফোরাম-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

ময়মনসিংহ অঞ্চল

নেত্রকোনা শহর

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নেত্রকোনার আয়োজনে এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, ব্র্যাক, নারী প্রগতির অংশগ্রহণে নেত্রকোনা জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে শহরে র‍্যালি ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় সংসদ সদস্য হাবিবা আক্তার, নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ, জেলা পুলিশ সুপার মো. ফয়েজ আহমেদ, নেত্রকোনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা আক্তার, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম নেত্রকোনা জেলা

কমিটির সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তুহিন আক্তার, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক সিংহের বাংলা ইউনিয়ন কমিটির সম্পাদক শাহানা আক্তার ও সদস্য জোবেদা আক্তার জবা প্রমুখ।

এছাড়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে নেত্রকোনা সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের বাগড়া ফাজিল মাদরাসায় র‍্যালি, কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা, ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে চল্লিশা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, সিংহের বাংলা ইউনিয়নের ময়মনসিংহ রুহী আইডিয়াল স্কুলে র‍্যালি, কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হেমনগর ইউনিয়ন, গোপালপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

৯ মার্চ ২০২৩, হেমনগর ইউনিয়নের হেমনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'ফেসবুকের ভীতি নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই বাল্যবিয়ের প্রধান কারণ' শীর্ষক একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হেমনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহ আল মামুন এবং নাসরিন জাহান, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এলাকা সমন্বয়কারী মো. মাহমুদ আলী এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বিপ্লব তালুকদার। বিতর্কে বিপক্ষ দল অর্থাৎ

হেমনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দল বিজয়ী হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. হামিদা খাতুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক হারুনর রশিদ, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সভাপতি আঞ্জু আনোয়ারা ময়না প্রমুখ।

এছাড়া ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল ইউনিয়নের ঝাওয়াইল আরকেএসবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে হাদিরা ইউনিয়নের এ.এম মুজিবুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

নিকরাইল ইউনিয়ন, ভুঞাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে নিকরাইল ইউনিয়নের নিকরাইল মমতাজ ফকির বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শামসুল আলম। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী মো. মাহমুদ আলী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শামসুল আলম, সহকারী শিক্ষক জেসমিন নাহার, সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহিনা খাতুন, বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আঁখি।

এছাড়া ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে ভুঞাপুর উপজেলার ফলদা ইউনিয়নের ফলদা শরিফুননেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, একইদিন অলোয়া ইউনিয়নের ভারই দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

ঘোগা ইউনিয়ন, মুক্তাগাছা উপজেলা, ময়মনসিংহ

১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঘোগা ইউনিয়নের আয়েশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'বাল্যবিবাহ ও ইভটিজিং বন্ধে সমাজের ভূমিকাই যথেষ্ঠ' শীর্ষক এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় গাবতলী উচ্চ বিদ্যালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ঘোগা ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মো. আব্দুল মুন্নাফ কামাল, সাধারণ সম্পাদক মো. সোলাইমান কবির এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ঘোগা ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আয়েশা আক্তার। সভাপতিত্ব করেন আয়েশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রবিউল ইসলাম।

ভাবখালী ইউনিয়ন, ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাবখালী ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে নাজিরাবাদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিবৃত্ত, তাৎপর্য ও সমাজ উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া ময়মনসিংহ সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের গোষ্টাকান্দা পাড়ায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

দেহুন্দা ইউনিয়ন, করিমগঞ্জ উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে দেহুন্দা ইউনিয়নের দেহুন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুস ছালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফপিআই দৌলত হোসেন। এছাড়া ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে করিমগঞ্জ উপজেলার কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের হাত্রাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে বারঘড়িয়া ইউনিয়নের চাতল এস সি উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে গুজাদিয়া

ইউনিয়নের প্যারাডাইস জুনিয়র স্কুলে, একইদিন জাফরাবাদ ইউনিয়নের জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

তাড়াইল উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

০৮ মার্চ ২০২৩, উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় তাড়াইল সদরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাড়াইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লোবনা শারমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাড়াইল থানার অফিসার ইনচার্জ রবিউল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাহমুদা সুলতানা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটি র‍্যালি বের করা হয়। এরপর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে তাড়াইল উপজেলার দিগদাইড় ইউনিয়নের মডেল হাই স্কুলে, রাউতি ইউনিয়নের পরুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে, ধলা ইউনিয়নের ধলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে, ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে তালজাঙ্গা ইউনিয়নের বান্দুলদিয়া গ্রামে শাহ আবুল হাসেম উচ্চ বিদ্যালয়ে, দামিহা ইউনিয়নের মন্দির প্রাঙ্গনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

ঢাকা অঞ্চল

গড়পাড়া ইউনিয়ন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা, মানিকগঞ্জ

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম গড়পাড়া ইউনিয়ন কমিটির আয়োজনে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গড়পাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনছার আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গড়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফসার উদ্দিন সরকার, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. রেহাজ উদ্দিন, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া সুলতানা বকুল, নারীনেত্রী সালমা আক্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মো. মুনসুর আলী। আলোচনা সভা শেষে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বের হওয়া একটি র‍্যালি ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

যশোর সদর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে যশোর শহরের যশোর এম এস টি পি গার্লস কলেজিয়েট স্কুলে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম যশোর জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপিকা ফিরোজা বুলবুল কলি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর এম এস টি পি গার্লস কলেজিয়েট স্কুলের প্রিন্সিপাল খায়রুল আনম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত কলেজের শিক্ষক শ্রাবণী সরকার, নাজমুন নাহার, ফারজানা করিম রিটা, সুমি খাতুন, বীথি দে প্রমুখ।

এছাড়া নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে যশোরের মনিরামপুর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নে এবং ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩।

গাংনী উপজেলা, মেহেরপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পুরুষদের গোলাপ ফুল উপহার দিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোছা. রনী খাতুন। ০৮ মার্চ ২০২৩, সকাল ১০.৩০টায় গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক

নারী দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেন তিনি। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু।

এছাড়া নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ইউনিয়ন, সাহারবাটি ইউনিয়ন, ধানখোলা ইউনিয়ন, ষোলটাকা ইউনিয়ন, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন, রায়পুর ইউনিয়ন, কাথুলী ইউনিয়ন কাজিপুর ইউনিয়ন এবং ১১ মার্চ ২০২৩ তারিখে মটমুড়া ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

খুলনা অঞ্চল

বটিয়াঘাটা উপজেলা

উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় বটিয়াঘাটা উপজেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ নুরুল আলম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের র্কমর্কতা নবনিতা রায়, অধ্যাপক এনায়েত আলী-সহ স্থানীয় নারীনেত্রী, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মর্কতাবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বটিয়াঘাটা উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ নুরুল আলম।

বাগেরহাট শহর

৮ মার্চ ২০২৩, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাগেরহাট জেলা সদরে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আজিজুর রহমান, বাগেরহাট সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রিজীয়া পারভিন, বাগেরহাট সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রুবাইয়া তাছনিম-সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ।

ফকিরহাট উপজেলা সদর, বাগেরহাট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফকিরহাট উপজেলা সদরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফকিরহাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা তাহেরা খাতুন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক অমিত রায় চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, নারীনেত্রী, উজ্জীবক, ইয়ুথ লিডার, এনজিও কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ-সহ মোট ৫৮০ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

মোংলা উপজেলা সদর, বাগেরহাট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মোংলা উপজেলা সদরে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভায়পতিত্ব করেন মোংলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপংকর দাশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোংলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু তাহের হাওলাদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুনীল কুমার বিশ্বাস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইসরৎ জাহান, দি হাঙ্গার

প্রজেক্ট-এর মেন্টর পিযুশ কান্তি মজুমদার, মিজানুর রহমান, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মোংলার আহ্বায়ক রেবেকা সুলতানা প্রমুখ। আলোচনা সভার পর উপজেলা পরিষদ চত্বরের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর, বাগেরহাট

০৮ মার্চ ২০২৩, মোরেলগঞ্জ উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে বিকাল ৩.০০টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস.এম তারেক সুলতান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহেলা পারভীন, নারীনেত্রী হোসনেয়ারা বুলবুল প্রমুখ।

শরণখোলা উপজেলা সদর, বাগেরহাট

শরণখোলা উপজেলা সদরে র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং সফল ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূর-ই-আলম সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দেব শুভ্রত সরকার। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আব্দুল হাই।

সাতক্ষীরা শহর

০৮ মার্চ ২০২৩, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাতক্ষীরা শহরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর। এছাড়া নারীনেত্রী ও সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য শাহনওয়াজ পারভীন মিলি-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কালিগঞ্জ উপজেলা সদর, সাতক্ষীরা

০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে কালিগঞ্জ উপজেলা সদরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কালিগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রহিমা সুলতানা বুশরা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাঈদ মেহেদী। আলোচনা সভায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ-সহ উল্লেখযোগ্য নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর অঞ্চল

রংপুর শহর

৮ মার্চ ২০২৩, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রংপুর শহরে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর টাউন হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রংপুরের জেলা প্রশাসক চিত্রলেখা নাজনীন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার মো. সাবিরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কাওসার পারভীন, রংপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহাবুব রহমান, জাতীয় কন্যাশিশু আডভোকেসি ফোরাম রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি খন্দকার ফখরুল আনাম বেনজু প্রমুখ।

পীরগঞ্জ উপজেলা সদর, রংপুর

০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে পীরগঞ্জ উপজেলা সদরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে পীরগঞ্জ উপজেলা অডিটরিয়াম থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহানাজ ফারহানা আফরোজ-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার ভূমি মুসা নাসের। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন। অনান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী অঞ্জলী রাণী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী লুৎফর রহমান প্রমুখ।

গংগাচড়া উপজেলা সদর, রংপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গংগাচড়া উপজেলা র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে একটি র‍্যালি বের হয়ে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদ তামান্না। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাবেয়া বেগম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা. মৌসুমী আক্তার, উপজেলা আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. তিথী সাহা, প্রধান শিক্ষক আব্দুল আখের মিয়া প্রমুখ।

খলেয়া ইউপি, রংপুর সদর উপজেলা, রংপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে খলেয়া ইউনিয়নে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উত্তর খলেয়া আইসিএম ক্লাবে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী পর্ব ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক অরুণ চন্দ্র সরকার। বক্তব্য রাখেন নারীনেত্রী শিরিন আক্তার, ইয়ুথ লিডার ঝর্না রাণী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী রামচন্দ্র কর্মকার।

ডিমলা উপজেলা সদর, নীলফামারী

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, পল্লীশ্রী ও ব্র্যাক যৌথভাবে ডিমলা উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. বেলায়েত হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. আফতাব উদ্দিন সরকার এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিমলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. তবিবুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিমলা থানার অফিসার ইনচার্জ লাইছুর রহমান, ডিমলা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সিদ্দিকা।

রাজশাহী অঞ্চল

চারঘাট উপজেলা, রাজশাহী জেলা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চারঘাট উপজেলা সদরে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৮ মার্চ ২০২৩, সকাল ১০.০০টায় চারঘাট উপজেলা চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চারঘাট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোসা. রাশিদা খাতুন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সোহরাব হোসেন। বিশেষ অতিথি উপজেলা উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসা. তাজমিরা খাতুন এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোসা. লুৎফর নাহার।

মহাদেবপুর উপজেলা সদর, নওগাঁ

০৯ মার্চ ২০২৩, মহাদেবপুর উপজেলার আখতার সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের শুরুতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পিএফজি কমিটির সদস্য লোকমান

হাকিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাবেয়া রহমান পলি। আলোচনার সভার এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

জাহানাবাদ ইউনিয়ন, মোহনপুর উপজেলা, রংপুর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৯ মার্চ জাহানাবাদ ইউনিয়নের মতিহার উচ্চ বিদ্যালয়ে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে মতিহার মোড় পর্যন্ত একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আলোচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মজিবর রহমান, সহকারী প্রধান শিক্ষক সরদার মো. আলাউদ্দিন, মো. শামীম, মো. কাফি প্রমুখ। এছাড়া ১০ মার্চ ২০২৩ তারিখে মোহনপুর উপজেলার ধূরইল ইউনিয়নের ধূরইল উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন, পত্নীতলা উপজেলা, নওগাঁ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সুবরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের শুরুতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক র‍্যালি বের হয়ে সুবরাজপুর মোড় প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক সভাপতি মোসা. লাভলী চৌধুরী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মোসা. সালমা বেগম, গণগবেষক ইছাহাক আলী, শিক্ষক ফিরোজ হোসেন, অহিদুল ইসলাম, বিশ্বনাথ রায় প্রমুখ। এছাড়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পত্নীতলা উপজেলা ঘোষনগর ইউনিয়নের কোচ খিরসিন ইসলামী ফাউন্ডেশন স্কুলে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বরিশাল অঞ্চল

বাবুগঞ্জ উপজেলা সদর, বরিশাল

০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাবুগঞ্জ উপজেলা সদরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দিবসের শুরুতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নুসরাত ফাতিমা, উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা-সহ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, কলেজের শিক্ষক, নারীনেত্রী ও ইয়ুথ লিডাররা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মূল আলোচনা করেন সহকারী অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান। সভার শেষ পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের কোদালধোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে রাজিহার ইউনিয়নের রাজিহার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের চাঁদপাশা হাইস্কুল ও কলেজ, ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাধবপাশা ইউনিয়নের মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ১৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের আগরপুর ডিগ্রি কলেজ, ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখে দেহেরগতি ইউনিয়নে রাকুদিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে কেদারপুর ইউনিয়নের কেবিজে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

ঝালকাঠি শহর

বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে ৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঝালকাঠি শহরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। দিবসের শুরুতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঝালকাঠি শিল্পকলা একাডেমির সামনে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ফারিয়া গুল নিঝুম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমির হোসেন আমু এমপি।

ঝালকাঠি সদর উপজেলা

০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঝালকাঠি সদর উপজেলায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সভাপতি ইসরাত জাহান সোনালী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবেকুন নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মহিন উদ্দিন তালুকদার মঈন।

এছাড়া নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে ঝালকাঠি সদর উপজেলার কেওড়া ইউনিয়ন, ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

কোনাখালী ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর আয়োজনে ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে কোনাখালী ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন কোনাখালী ইউনিয়নের নারীনেত্রী হালিমা বেগম। সকাল ১১.৩০টায় কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে একটি

র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে পরিষদের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন, চকরিয়া উপজেলা, কক্সবাজার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের ঢেমুশিয়া জিন্নত আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনছারুল হক, সহকারী প্রধান সিরাজুল হক, নারীনেত্রী শারমিন আক্তার, শওকত জাহান প্রমুখ। আলোচনা শেষে নারীনেত্রী শারমিন আক্তার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কুমিল্লা অঞ্চল

হেসাখাল ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা, কুমিল্লা

০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে হেসাখাল ইউনিয়নের হেসাখাল বাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে সকাল ১০.৩০টায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক শিক্ষক ও সমাজসেবক মাস্টার মো. শাহদাত হোসেন ভূঁইয়া। বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মো. আব্দুল হান্নান, সহকারী শিক্ষক মো. আতিকুল

ইসলাম। আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আদ্রা ইউনিয়ন, নাঙ্গলকোট উপজেলা, কুমিল্লা

১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে আদ্রা ইউনিয়নের পুজকরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ১১.৩০টায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতা শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. শহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মো. আব্দুল্লাহ আল মারুফ প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র শিক্ষিকা মাহমুদা আক্তার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. রবিউল হোসাইন। আলোচনা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আজগরা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা

আজগরা ইউনিয়নের আজগরা হাজী আলতাপ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. বিল্লাল হোসেন। দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. সাফায়েত হোসেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক রৌশন আরা ডালিম, নেছার উদ্দিন ও জাহিদুল আলম প্রমুখ। আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উত্তরদা ইউনিয়ন, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা

উত্তরদা ইউনিয়নের উত্তরদা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে ১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে এক আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রাবেয়া বেগম। দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. সাফায়েত হোসেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মাসুদুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম এবং তানিয়া দাশ। আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মৈশাতুয়া ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জ উপজেলা, কুমিল্লা

মৈশাতুয়া ইউনিয়নের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক নির্মল চন্দ্র দাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক শরীফুল ইসলাম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহকারী শিক্ষক ফারজানা আক্তার, শংকর দেবনাথ, আছমা আক্তার প্রমুখ। আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ঝলম উত্তর ইউনিয়ন, মনোহরগঞ্জ উপজেলা, কুমিল্লা

ঝলম উত্তর ইউনিয়ের বড়কেশতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু স্বপন কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কামাল হোসেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক জালাল আহম্মদ, জমাধন দেবনাথ প্রমুখ। আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সিলেট অঞ্চল

খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়ন, ছাতক উপজেলা, সুনামগঞ্জ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১.০০টায় ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালি শেষে ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সভাপতি ও ইউপি সদস্য স্বপ্না বেগম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু বকর ছিদ্দিক। আরও উপস্থিত ছিলেন সুজন ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এখলাছ উদ্দিন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক আজহার উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জমির উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়া ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে ছাতক উপজেলার চরমহল্লা ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়ন, জামালগঞ্জ উপজেলা, সুনামগঞ্জ

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সকাল ১১.০০টায় জামালগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালির পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নুরুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক সদর ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি শাহীনা আক্তার। বিশেষ অতিথি জামালগঞ্জ উপজেলা জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সহ-সভাপতি শাহানা আল আজাদ, সুজন-এর উপজেলা সভাপতি শাহীন আলম, ইউপি সদস্য শান্তনা আক্তার, আরজা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা বাজার ইউনিয়নে আন্তজাতিক নারী দিবস পালিত হয়।

ফোরাম-এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন

এডুকো বাংলাদেশ

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে এডুকো বাংলাদেশ। কর্মসূচির মধ্যে ছিল মানববন্ধন, আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা, নাটক, ফ্ল্যাশ মব, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, দেয়াল ম্যাগাজিন, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি।

এডুকো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে কান্ট্রি অফিস, ঢাকায় 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' শীর্ষক টক শো, পরিবারের তরুণদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম'-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে এডুকো বাংলাদেশ রাজধানীতে কেন্দ্রীয়ভাবে ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এডুকো বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অফিসার তাহমিনা আক্তার।

রুম টু রিড বাংলাদেশ

'মেয়েশিশুদের শিক্ষা সহযোগিতা কার্যক্রম'-এর আওতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ পালন করেছে রুম টু রিড বাংলাদেশ। এ উপলক্ষে সংস্থার ঢাকা, নাটোর, কক্সবাজার ও মৌলভীবাজার কর্মএলাকার ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসব্যাপী নানামুখী কর্মসূচি পালিত হয়। মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও নিকটবর্তী কমিউনিটিতে র‍্যালি, পোস্টার ক্যাম্পেইন, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় দিবসটি। এছাড়া বিদ্যালয় পর্যায়ে নাটোর কর্মএলাকার ৯টি স্কুলে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঢাকার ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যালি, আলোচনা সভা, বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত নারী দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রুম টু রিড। অন্যদিকে, কক্সবাজারে জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন রুম টু রিড বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ (জিএনবি)

গুডনেইবারস বাংলাদেশ (জিএনবি) ১২টি জেলায় ১৭টি কর্মএলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে গুডনেইবারস বাংলাদেশ ও সিডিপি জেলা মহিলা অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। এছাড়াও গুড নেইবারস বাংলাদেশ-এর অন্যান্য ১৭টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প আয়োজিত নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এডিসি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রমুখ। এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গুড নেইবারস বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এম মাইনুদ্দিন মাইনুল নারীদের শুভেচ্ছা কার্ড প্রদান করেন।

ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ কক্সবাজারের আমতলী, সুনামগঞ্জের দিরাই, পটুয়াখালীর গলাচিপা, খুলনা, রাজবাড়ী, রংপুর ও সুনামগঞ্জ

জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসব কর্মসূচিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, স্থানীয় সাংবাদিক, শিক্ষক, বিভিন্ন এনজিও'র কর্মকর্তা অংশ নেন।

সাফ সংস্থা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সাফ সংস্থার আয়োজনে এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার পোড়াদহে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আসমা খাতুন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুষ্টিবিদ রেবেকে সুলতানা। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন এসআই নার্গিস খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পোড়াদহ ইউপি সদস্য নাছিমা খাতুন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাফ-এর নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানটির খবর স্থানীয় বিভিন্ন প্রত্রিকা ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করে। যার মধ্যে ছিল দৈনিক সত্য খবর, দৈনিক দিনের খবর, দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা ইত্যাদি।

হীড বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে হীড বাংলাদেশ ৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক মো. তরিকুল আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হীড বাংলাদেশের পরামর্শক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হীড বাংলাদেশ-এর পরিচালক ডা. সুবীর খিয়াং বাবু। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের নারীরা হীড বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের জীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে গল্পগুলো শেয়ার করেন। এছাড়া হীড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং হীড বাংলাদেশের কর্মীদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (লফস)

নারীর অধিকার রক্ষায় রাজশাহী অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংস্থা লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (লফস)। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সংস্থাটি তার নিজেস্ব ডকুমেন্ট সেল থেকে বিগত ১৪ মাসে রাজশাহী জেলার নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ করে। লফস মনে করে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ ও আইনি সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। সমাজের অপরাধ প্রবণতা কমাতে দ্রুত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা, শাস্তি নিশ্চিত করা ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্ভব। লফস-এর নির্বাহী পরিচালক শাহানাজ পারভীন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারীর অধিকার আদায়ে সকল মতপার্থক্য ভুলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উদ্দীপন

উদ্দীপন ১৩টি জোনের ১২৮টি অঞ্চল, নারী প্রগতি শাখাসমূহ এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ২৫টি শাখা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসের অনুষ্ঠানমালায় ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী শিশু, কিশোর-কিশোরীরা নাচ, গান, আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আনন্দ র‍্যালির মাধ্যমে দিবসকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বিজয়ী নির্বাচন করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখিত দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ হাজার শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী-পুরুষ, এলাকার গণ্যমান্য লোকজন, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও উদ্দীপনের সকল স্তরের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিসহ জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে উদ্দীপন। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১ হাজার ৫০০ টি শার্ট ও ১ হাজার ৫০০ ক্যাপ তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ১ হাজারটি টি শার্ট ও ১ হাজারটি ক্যাপ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রদান করা হয়।